দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 APR 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

3

সরকারী সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অর্ধ সহস্রাধিক শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

শরীয়তপুর, সংবাদদাতা ॥ শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানার ১৫৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরিয়া সরকারীকরণের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ফলে এইসব বিদ্যালয়ের অর্ধসহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

জানা যায়, বিদ্যালয়গুলির প্রায় প্রতিটিতে ৪/৫ জন করিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা তাহাদের চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৩২টি বিদ্যালয় দীর্ঘ দেড় যুগেরও বেশী সময় ধরিয়া সরকারীকরণের প্রত্যাশায় এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সরকারীকরণে

(৩য় পৃঃপর)

সমগ্র জীবনটাই বলিতে গেলে বিদ্যালয়ে কাটাইয়া দিয়াছেন। প্রতিমাসে সরকার হইতে ইহাদেরকে মাত্র নির্ধারিত (কনসলিডেটেড) ৫ শত টাকা দেওয়া হয়। এইসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা খারাপ। ফলে স্কুল হইতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা কিছুই পান না। তাঁহাদের একমাত্র ভরসা সরকার কবে অঙ্গীকার মোতাবেক এই সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করিবে এবং তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার জীবনের অবসান ঘটিবে।

অন্যদিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহগুলির অধিকাংশই সংস্কারাভাবে জরাজীর্ণ। অনেক এলাকায় ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অর্থাভাবে ঐসব ঘর মেরামত করা সম্ভব হইতেছে না। আবার কোন কোন এলাকায় স্থানীয় লোকজনদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া কোনমতে ২/১টি ঘর উঠাইয়া বিদ্যালয়ের কাজ চালান হইতেছে। এইসব বিদ্যালয়ে টুল, টেবিলসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব প্রকট। পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।